দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিবপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জীর্ণদশা।। লেখাপড়া ব্যাহত

নরসিংদী, ১২ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের অভাবে শিবপুর উপজেলার ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এ বিদ্যালয়ের অনেকগুলোতেই বর্তমানে ক্লাস করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া চেয়ার বেঞ্চ টেবিল আসবাবপত্র ব্লাক বোর্ড চক ডাষ্টারসহ শিক্ষা উপকরণের অভাবে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

শিবপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, বর্তমানে শিবপুর উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১২৮টি। এর মধ্যে ১১১টি সরকারী এবং বাকী ১৭টি বেসরকারী।

উপজেলার ১১১টি সরকারী এবং ১৭টি বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ৩০ হাজার ৭শ' জন।

উপজেলার সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক রয়েছে ৫২৯ জন সরকারী হিসাব মতে শিক্ষকের প্রয়োজন ৬১৪ জন। সৈদের খোলা, বীরলামপুর, কাউরাকান্দি, শুকুন্দী, ছগরিয়া, ধানুয়া উত্তর, কাংকার টেক, কে, কে, নহল, সৈয়দনগর দড়িপাড়া মৈশাখালী, দড়িপুরা বিদ্যালয়গুলোর ঘর দীর্ঘ দিনপূর্বে ভেঙ্গে গেছে। ২/১টি কোন প্রকারে দাড়িয়ে আছে। শুকন্দী বিদ্যালয়টি গত তিনমাস আগে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি তোলার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ছাত্ররা গাছতলায় ক্লাস করছে। এতে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কমে গেছে। পূবেরগাও প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দু'বছর আগেঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিদ্যালয় উঠানো হয়নি। তাছাড়া বিরাজনগর, শ্রীকুলিয়া বিদ্যালয় দুটোর মাটির দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে অনেকদিন পূর্বে। কিন্তু আজও বিদ্যালয় দুটো মেরামত করা হয়নি। ফলে যেকোন সময় যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

উপজেলার প্রায় ২০টি বিদ্যা-

(২-এর পাতায় দেখুন)

লেখাপড়া ব্যাহত

(৫-এর পাতার পর)

লয়ের বেড়া-বেলকির কোন খবর নেই। আসবাবপত্র, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, আলমারী ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব নেই। অনেক বিদ্যালয়েই ছালা চট কিংবা মাদুর বিছিয়ে ক্লাস চলছে।